মহান মে দিবস-২০১৫

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, শুক্রবার, ১৮ বৈশাখ ১৪২২, ১ মে ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা,

শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ পয়লা মে। মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশের দিন। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন।

শ্রমের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করার দাবীতে ১৮৮৬ সালের পয়লা মে তিনদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৮ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিক সমাবেশে গুলিবর্ষণ করা হয়। বহু শ্রমিক মারা যায়। সেই থেকে সারাবিশ্বে পয়লা মে ''আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি'' দিবস পালন করা হচ্ছে।

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশ প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালন করছে। আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অগনিত শ্রমজীবি মানুষকে মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ শ্রমিকদের। রানা প্লাজাসহ বিভিন্ন দূর্ঘটনায় যে সকল শ্রমিক ভাই-বোন মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যাঁরা আহত ও পঙ্গু হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রতিভূ। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, ''বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত - আমি শোষিতের পক্ষে''।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে জাতির পিতা পরিত্যক্ত মিল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করে পুনরায় চালু করেন। শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। মজুরী কমিশন গঠন করেন। মে দিবসে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। উৎপাদন ও উন্নয়নে যারা প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার।

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা,

সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমরা শ্রমিকের কল্যাণে গত ছয় বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা পোশাক শ্রমিকের মজুরি তিন দফায় বাড়িয়েছি। ন্যূনতম মজুরি ১৬০০ টাকা থেকে ৫৩০০ টাকায় উন্নীত করেছি। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করেছি। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল, ডরমিটরি নির্মাণ করেছি।

রানা প্লাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। শুধু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ২২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অসনাক্ত নিহতদের ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে সনাক্ত করে পরিবারগুলোকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

বৈষম্যহীন, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং শিশুশ্রম মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প-কল-কারখানায় দূর্ঘটনা কমিয়ে আনতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। ভবন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ''গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি'' গঠন করা হয়েছে। আইএলও কনভেনশনের আলোকে আমরা শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করেছি। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছি। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধিমালা অচিরেই চূড়ান্ত করা হচ্ছে। আমরা জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছি। সংশোধিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের জন্য অনেক কল্যাণমূলক ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। ''জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল'' গঠন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীন ও বহির্বিশ্বের চাহিদানুযায়ী আমরা দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলছি। বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এশিয়া ও ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে সম্মানজনক চুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি।

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য আমরা কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি। এর জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ জনে উন্নীত করেছি। এ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের সংখ্যা এখন ৫৭৫ জন।

গার্মেন্টস শিল্পে কমপ্লায়েন্স ইস্যুটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। এ শিল্পের উন্নয়নে আইএলও'র সহায়তায় ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বুয়েট, এ্যাকোর্ড ও এ্যালায়েন্স তৈরী পোষাক শিল্প কারখানার ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করছে। এ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৭৮৩ টি কারখানা পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। তৈরী পোষাক শিল্পে বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আইএলও কনভেনশন অনুসরণে আমাদের সরকার শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। জীবনধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ প্রক্রিয়া আমরা চলমান রাখব। এজন্য মজুরী কমিশন ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী নারী। বিভিন্ন পেশায় নারীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী নারী গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছেন। আমাদের সরকার তাদের সমমজুরি নিশ্চিত করেছে।

আমরা নারী শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ডরমিটরি নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে ৩টি ডরমিটরী কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরও দু'টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিল্প শ্রমিকদের ডরমিটরী নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে গৃহায়ন তহবিল থেকে ঋন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জাতীয় আয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান ৩০ শতাংশ, আর এ খাতে ৪৫ শতাংশ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র, যেমন গৃহকর্ম, কুটির শিল্প, তাঁত প্রভৃতি খাতে নারীর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে। শিল্প-কল-কারখানাসহ বিভিন্ন পেশায় নারীর এগিয়ে আসার এ ধারাকে আরও উৎসাহিত করতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের সঠিকপথে পরিচালিত করতে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের গৌরবোজ্জল ইতিহাস রয়েছে। আমি আশা করি, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সবসময় বিচক্ষণতার সাথে জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবেন। দেশের শিল্পায়ন ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। আমাদের সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছে।

মনে রাখতে হবে, শিল্প টিকে থাকলেই কেবল আপনাদের কর্মসংস্থান হবে। দারিদ্র্য দূর হবে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে। তাই শিল্পের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজে সম্পৃক্ত হবেন না। আপনার প্রতিষ্ঠান ও দেশ বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে আমি সকল শ্রমিকের প্রতি আহ্বান জানাই।

পাশাপাশি শিল্পের মালিকদের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকের কল্যাণে আরও নিবেদিত হবেন। কারণ শ্রমিক হচ্ছে কারখানার প্রাণ। উন্নয়নের রূপকার।

সুধিবৃন্দ,

আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। শিল্পায়ন হচ্ছে এ রূপকল্প বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের জন্য আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিয়েছি। গার্মেন্টস শিল্পের জন্য গার্মেন্টস শিল্পপল্লী গড়ে তুলেছি। শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থা আমরা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা যখন দেশের উন্নয়নে, শিল্পের উন্নয়নে, শ্রমিকের উন্নয়নে বিরামহীন কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত জোট পেট্রোল বোমা মেরে, বাসে আগুণ দিয়ে নিরীহ মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে যার অধিকাংশই শ্রমিক। বিএনপি-জামাত জোট চায় না শ্রমিকের উন্নয়ন হোক, শিল্পের উন্নয়ন হোক, দেশ এগিয়ে যাক। তারা চায় পরমূখাপেক্ষী হতে। অন্যের তাবেদার হতে। কিন্তু দেশের মানুষ আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আর আমরা সকল বাধা উপেক্ষা করে শ্রমজীবি মেহনতি সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

আজকের এ মহান দিনে আমি মালিক-শ্রমিক সকলকে দেশের উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাই। এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন আমরা নিজ নিজ কর্মস্থলে শান্তি, শৃংখলা ও উন্নত কর্মপরিবেশ বজায় রাখি। সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করি।

মহান মে দিবসের সংগ্রামী চেতনা দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদেরকে আরও সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করুক - এটাই আজকের দিনে আমার প্রত্যাশা।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।